পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা

১৫ই, পৌষ, ১৩৮৪ বাংলা : ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং : ২০শে মহররম, ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩১শে ডিসেম্বর
১৯৭৭ ইং

৩১শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : নামায—শর্তাবলী ও অদব	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৬
০ অমৃতবাণী : 'ঈমান বিল্লাহ্-এর প্রতিক্রিয়া ও চিহ্ন সমূহের প্রতিফল ঘটাইতে হইবে'	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	৮
০ জুমার খুতবা :	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)	৯
০ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ মূল : হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ (রাঃ)	
০ খোদ্দাম ও আতফালের পাতা—(৮)	অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৩ ১৭

কাদিয়ান ও রাবওয়ায় সালানা জলসা সগৌরবে অনুষ্ঠিত

ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য সালানা জলসা ও আমাদের কর্তব্য

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে কাদিয়ান ও রাবওয়ায় সালানা জলসা প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এবারও অভূতপূর্ব সাফল্য ও জাঁকজমকের সহিত পরম আধ্যাত্মিক পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়। রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় প্রায় দেড় লক্ষ লোকের সমাগম হয়। কাদিয়ানে প্রায় ৬ হাজার আহমদী মহিলা ও পুরুষ জলসায় যোগদান করেন। তন্মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়া ফিজি, ট্রিনিডাড, কেনাডা আমেরিকা হইতে ৩৫ জনের একটি প্রতিনিধিদল, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আহমদীগণ যোগদান করেন। উক্ত বিদেশী আহমদীগণ কাদিয়ানের পর রাবওয়ার জলসায়ও যোগদান করেন। বাংলাদেশ হইতে এবার বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লায় জেনারেল সেক্রেটারী মিসেস মাকসুদা রহমান, মিসেস আয়েসা আজীম, মিসেস সাবীহা আমজাদ এবং আহ্‌সান আহমদ খান চৌধুরী (তিফ্‌ল) কাদিয়ানের সালানা জলসায় যোদানের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন। রাবওয়ার জলসায় এখান হইতে মহতরম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর বাঃ আঃ আঃ এবং চট্টগ্রামের জনাব ফরিদ আহমদ সাহেব যোগদান করার তওফিক লাভ করিয়াছেন। বিস্তারিত খবর আগামী সংখ্যায় জানিতে পারিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসা আগামী ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই মার্চ ১৯৭৮ ইং তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার পূর্বেই ঢাকার দ্বিতল মসজিদ নির্মাণের কাজ সুসম্পন্ন করা অত্যাবশ্যকীয়। সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নি জলসার কামিয়াবী এবং মসজিদের নির্মাণকাজ যথাসময়ে সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন এবং মসজিদ ফাণ্ডে সকলেই প্রয়োজন-সম্মত আর্থিক কুরবানী দ্রুত পেশ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হইবেন।

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা

১৭ই পৌষ ১৩৮৪ বাং : ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ ইং : ৩১শে ফাতাহ, ১৩৫৬ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইহার সহিত ইসলাম এই শর্তও বলিয়া দিয়াছে যে, যদি নিজ মহল্লায় মসজিদ থাকে, তাহা হইলে সেখানে নামায পড়িবে। অন্য মযহাবে এই শর্ত নাই। খৃষ্টানগণ যে কোন গির্জায় ইচ্ছা উপাসন করিয়া লয়। এইভাবে প্রতিবেশীগণের এবং ইমামের সঙ্গে পর্যন্ত বিভেদের রুহ সৃষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ইসলাম ধর্ম অনুসারে জামাতের মধ্যে যতখানি কল্যাণ পৌঁছান যায় উহা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বর্ণিত আছে যে, কেহ এক সাহাবী (রাঃ)-কে বলে, "চলুন আমারা অমক মহল্লায় নামায পড়িয়া আসি।" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, নিজ মহল্লার মসজিদে নামায পড়া কর্তব্য। সুতরাং আমি নিজ মহল্লার মসজিদে নামায পড়িব" সুতরাং ইসলাম বলে যে, যদি অন্য কোন মসজিদে জলসা হয় অথবা ওয়ায নসিহতের কোন বিশেষ উপলক্ষ হয়, তবে পৃথক কথা; নচেৎ নিজ মহল্লার মসজিদেই নামায পড়িতে হইবে। খৃষ্টানদিগের মধ্যে এই নিয়ম নাই। পারসী, জরথুস্থ এবং শিখ কোন জাতির মধ্যেই নাই। বিক্ষিপ্তভাবে এদিক ওদিকে চলিয়া গেলে জামাত হয় না এবং বাজামাত নামাযের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। কোন মুসলমান যদি নিজ মহল্লার মসজিদে নামায না পড়ে, তাহা হইলে সে অবিলম্বে ধৃত হইবে। যদি কেহ অন্য মহল্লায় নামায পড়ে, তাহা হইলে তাহার কৈফিয়ত তলব হইবে যে সে কেন

অন্যত্র গিয়াছে। এই তদন্তের ফলে কোন না কোন বিভেদের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হইতে পারে যে, ইমামের সহিত তাহার বিবাদ হইয়াছে। এমতাবস্থায় জামাত এবং নেযামের কর্তব্য হইবে মনোমালিন্য দূর করা ইহার ফলে জাতীয় ঐক্য কায়েম থাকিবে। মোট কথা, ইহা ইসলামের এমন এক সৌন্দর্য যে, ইহার দৃষ্টান্ত অন্যকোন ধর্মে নাই।

(৪) পুনঃ ইসলামী নামাযে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার গুণাবলীর প্রতি মনোনিবেশ করিবার পথ খুলিয়া দিয়াছেন। মুসলমানগণ দৈনিক নামাযে কুরআন করীম পাঠ করিয়া থাকে, দোওয়া করে, রুকু এবং সেজদায় দোওয়া করে, সুরা ফাতেহার কলেমা

رب العلمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين - اياك نعبد و اياك نستعين -

"বিশ্ব সমূহের রব, অযাচিত দানকারী, বারবার দানকারী, বিচার দিবসের প্রভু। আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য যাচনা করি" তাহার সম্মুখে থাকে এবং সে কথাগুলি মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করে। খৃষ্টানগণের একটি বাঁধা দোওয়া আছে, যাহা পাদরী পাঠ করে। কিন্তু মুসলমানগণের প্রত্যেকের উপর দোওয়াসমূহ স্বয়ং পাঠ করা ফরয। এইভাবে ইসলাম সকলকেই ইলাহী গুণাবলী চিন্তা করিয়া দেখিবার পথ খুলিয়া দিয়াছে।

(৫) ইসলামী নামাযকে আল্লাহতায়ালা নিজেকে দেখা দেওয়ার এক উপায় করিয়াছেন। 'আল্লাহু আকবার' বলার পর নামাযে দণ্ডায়মান একব্যক্তি খোদাতায়ালার সম্মুখে হাজির হইয়া যায়। সে আর কাহারও সহিত কথা কহে না কোন দিকে তাকায় না। কিন্তু গীর্জায় যদি কোন সুন্দরী যুবতী আসিয়া যায়, তাহা হইলে সকলেই তাহার দিকে তাকাইতে আরম্ভ করে। আমাদের নামাযে এদিক ওদিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ যে নামাযে খাড়া হয় সে তাহার মনোযোগ সম্পূর্ণভাবে এবাদতে নিয়োজিত করে ও বিভোর হইয়া যায়। নামাযের মধ্যে অন্যের সালামের জওয়াবও সে দিতে পারে না। এমন কি সে যদি নামাযে ভুল করে, তাহা হইলে অন্যে তাহার ভুল সংশোধন করিবার জন্য তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেহ নামাযে এক সেজদা বেশী বা কম করিলে, নিকটে বসা কোন ব্যক্তি সেদিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামাযে থাকে সে যেন খোদাতায়ালার দরবারে হাজির হইয়া যায় এবং বাহিরের কোন ব্যক্তির অধিকার নাই যে সে তাহার কাজে দখল দেয়। অবশ্য যে ব্যক্তি

জামাতে শামিল আছে, সে ইমামের ভুলের প্রতি 'সুবহানাল্লাহ' বলিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। তেমনিভাবে নামাযে এদিক ওদিক কেহ তাকাইতে পারিবে না। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি এদিক ওদিক তাকাইবে, খোদাতায়ালা তাহার মাথা গাধার ন্যায় বানাইয়া দিবেন। এতদ্বারা আল্লাহতায়ালা তাহার মূর্খতার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সে এই জন্য এদিক ওদিক তাকায় যে সে অদ্ভুত বস্তু দেখে। কিন্তু খোদা তায়ালা অপেক্ষা অধিকতর অপূর্ব আর কি এবং কে আছে? সে যখন খোদাতায়ালার দিক হইতে তাহার মনোযোগকে সরাইয়া অন্য দিকে নিয়োজিত করে, তখন তাহাকে গাধা ছাড়া আর কি বলা যাইবে? তাহার সম্মুখে পূর্ণ সৌন্দর্যের অধিপতি আল্লাহতায়ালা বিরাজমান। আর সে মনোযোগী হয় বিড়াল অথবা ইঁদুরের দিকে। এমতাবস্থায় তাহার গাধা হওয়ায় আর কি সন্দেহ আছে? ইসলামী নামায আল্লাহতায়ালাকে দেখার এক জবরদস্ত উপায়। কিন্তু অন্য কোন ধর্মে ইহার ব্যবস্থা ও সুযোগ নাই। গীর্জায় যখন পাদরী উপাসনা করায় তখন তাহার কোন সঙ্গী প্রদীপ হস্তে দণ্ডায়মান থাকে, কেহ পানি লইয়া খাড়া থাকে, আবার কেহ কেহ অপরাপর কাজে নিয়োজিত থাকে। অথচ এতদসত্ত্বেও তাহাদের সকলের উপাসনা হইয়া যায়। কিন্তু ইসলামী নামাযে কথা বলা, এদিক ওদিক দেখা বা কোন কাজ করা নিষিদ্ধ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনায় এ সব নিষিদ্ধ নহে।

প্রথম প্রথম সাহাবা (রাঃ)-ও নামাযের মধ্যে আপোসে কথা-বার্তা বলিতেন, কারণ তখন পর্যন্ত তাঁহারা নামাযের তাৎপর্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন নাই। বাজামাত নামাযের মধ্যে কেহ বাহির হইতে আসিয়া যোগ দিলে, সে জিজ্ঞাসা করিয়া লইত, কত রাকাত চলিতেছে, এবং তাহাকে নামাযরত ব্যক্তি বলিয়া দিত। হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন ইহা অবগত হইলেন, তখন তিনি এরূপ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। নামাযের বিধি অনুযায়ী বাহির হইতে আগত কোন ব্যক্তির সালামের উত্তর দেওয়ারও কোন অনুমতি নাই। পিতা,, ভ্রাতা, বন্ধু, উপরওয়ালা যে কোন অফিসারই আসুক না কেন নামাযের মধ্যে তাহাদের সালামের উত্তর দিবার অনুমতি নাই। নামাযরত ব্যক্তি এই দুনিয়ায় থাকে না যদি থাকিত তাহা হইলে উত্তর দিতে পারিত সে তো খোদাতায়ালার দরবারে চলিয়া গিয়াছে, সে কিরূপে জওয়াব দিবে? এই জন্যই যখন আমরা নামায আরম্ভ করি তখন 'আল্লাহু আকবার' বলি। ইহার অর্থ এই যে, "হে আমার ভাই, বেরাদর, প্রিয়জন এবং বন্ধুগণ! তোমরা আমার প্রিয়। কিন্তু খোদাতায়ালা তোমাদের থেকেও বেশী প্রিয় আমি তাঁহার সমীপে যাইতেছি এবং তোমাদিগের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতেছি।" যখন সে নামায শেষ করে, তখন বলে— السلام عليكم و رحمة الله অর্থাৎ "তোমাদের উপর

শান্তি হউক এবং আল্লাহ্‌র রহমত হউক।" ইহার অর্থ এই যে আমি শান্তি ও আল্লহ্‌র রহমত লইয়া এখন তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি। বহিরাগত ব্যক্তি যেমন গৃহবাসীগণকে সালাম জানাইয়া গৃহে প্রবেশ করে, সেও তেমনি বাহিরে ছিল, এখন সে ফিরিয়া আসিল। নামাযের আরম্ভ ও শেষ ইহার অপূর্ব সৌন্দর্য ও পূর্ণতার প্রমাণ দিতেছে।

(৬) নামাযের মাধ্যমে ইসলাম দোওয়ার পথ খুলিয়া দিয়াছে। দোওয়া দুই প্রকারের হইয়া থাকে। (১) নির্ধারিত (২) অনির্ধারিত। নির্ধারিত দোওয়াগুলির মধ্যে উচ্চাঙ্গের দোওয়াসমূহ শামিল আছে, যেগুলি দোওয়া করার সময় হয়ত অজ্ঞতার জন্য আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া ছাড়িয়া দিই। অনির্ধারিত দোওয়া সেইগুলি, যেগুলি আমাদের প্রয়োজনের জন্য আমরা মাতৃ ভাষায় করিতে পারি। ইহার সম্ভাবনা ছিল যে কতকগুলি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ দোওয়া করিতে হয়ত আমরা বাদ দিতাম কিম্বা ভুলিয়া যাইতাম, সেইজন্য আল্লাহতায়ালা এবং তাঁহার রসুল (সাঃ) স্বয়ং সেগুলি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। সারা সুরা ফাতেহা সেই দোওয়া। ইহার মধ্যে নিহিত দোওয়া সমূহ আমাদের মস্তিষ্কে আসার সম্ভাবনা কম ছিল। অনুরূপভাবে سمع الله لمن حمده এবং ربنا و لك الحمد কলেমাগুলি আছে। এইগুলিও জরুরী এবং এগুলি আমাদের বুদ্ধিতে নাও আসিতে পারিত। সুতরাং যেসব দোওয়া আমরা কল্পনা ও গবেষণা করিয়া উদ্ভাবন করিতে পারিতাম না, সেগুলি আল্লাহতায়ালা এবং তাঁহার রসুল (সাঃ) নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। বাকী আমাদের আর্থিক ক্ষতি হইলে, কিম্বা চাকরী বিপন্ন হইলে, ব্যবসায় উন্নতি না হইলে কিম্বা অন্য কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, আমাদিগকে নিজের ভাষায় এবং প্রয়োজনের উপযোগী দোওয়া করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই প্রকার ব্যক্তিগত বা জাতিগত ভাবে দোওয়া করিবার শিক্ষা বা ব্যবস্থা অপর কোন ধর্মে নাই।

(৭) নামাযের মধ্যে উচ্চৈস্বরে কেরাত পাঠ এবং নীরবে কেরাত পাঠের ব্যবস্থাও ইসলামী নামাযের এক বৈশিষ্ট্য। খৃষ্টান ধর্মের নিয়মানুযায়ী পাদরী কিছু উপদেশ প্রদান করে। বাইবেলের কোন এক শ্লোক লইয়া উহার উপর বক্তৃতা করিয়া দেয় এবং ইহাতেই তাহাদের গীর্জা হইয়া যায়। ইহার পর তাহারা এক বাঁধা দোওয়া করে—"হে খোদা! তুমি আগামী কালের রুটি আজ দাও। হে খোদা! যে ভাবে তোমার বাদশাহাত আকাশে কায়েম আছে, সেইভাবে তোমার বাদশাহাত যমীনে কায়েম কর।" এই প্রকারের তাহাদের কতগুলি বাঁধা দোওয়া আছে, সেইগুলি পাঠ করে। কিন্তু ইসলাম নামাযকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছে। (১) উচ্চৈস্বরে এবং (২) নীরবে। এইভাবে নামাযের কোন কোন অংশ ইমাম উচ্চৈঃস্বরে কেরাত করিয়া পাঠ করে এবং মোক্তাদিগণ

তাহার পিছনে নীরবে পাঠ করিয়া লয়। যথা সুরা ফাতেহা এবং কুরআনের কিছু অংশ ইমাম উচ্চ স্বরে পাঠ করে, এবং সুরা ফাতেহা মুক্তাদীগণ নীরবে আবৃত্তি করিয়া যায় এবং কুরআনের কেরাত নীরবে শুনিয়া যায়। ইমামের নির্বাচন সম্বন্ধে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে বেশী মুত্তাকী সে ইমাম হইবে। ইহা পরিষ্কার কথা যে. বেশী মুত্তাকী ব্যক্তি ইমাম হইলে, তাহার অন্তরের মর্মস্পর্শী বিগলিত ভাবের প্রভাব মুক্তাদীগণের মধ্যেও সঞ্চারিত হইবে এবং তাহাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হইবে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) বলিতেন, রাওয়ালপিণ্ডিতে এক মুয়াযযীন ছিল, তাহার স্বর বড় মধুর ছিল। মসজিদের নিকট এক শিখ বাস করিত। একদিন ঐ শিখের মেয়ে বলিল, 'বাবা! আমি মুসলমান হইয়া যাইব।" সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ইসলামের মধ্যে কি দেখিলে? সে বলিল, এই ধর্মে বস্তু সত্য আছে। মুয়াযযীন যখন আযান দেয়. তখন আমার মনে এমন আবেগ হয়, যাহা আল্লাহতায়ালার ভালবাসার প্রমাণ দেয়।" শিখ বড় লোক ছিল। সে ঐ মোয়াযযিনকে নিজের এক বেশী বেতনের কাজে লাগাইয়া মোয়াযযিনের কাজ হইতে সরাইয়া দিল। তাহার স্থানে অন্য এক মোয়াযযিন আসিল। ঘটনাক্রমে তাহার স্বর ভাল ছিল না। কয়েকদিন পরে শিখ তাহার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল, "বেটী! এখন ইসলামের সম্বন্ধে তোমার কি মত?" সে উত্তর দিল, "এখন আমার আর ইসলামের প্রতি কোন আকর্ষণ নাই। এখন আমি বুঝিয়াছি যে মুসলমানদের মধ্যে ভাল মানুষও আছে, মন্দ মানুষও আছে, যেরূপ আমাদের শিখ সমাজে ভাল মানুষও আছে এবং মন্দ মানুষও আছে।" সুতরাং বেশী মুত্তাকী ইমামের পিছনে যখন আমরা নিবেদিত ও বিগলিত স্বর শুনিব, তখন আমাদের মধ্যেও অনুরূপ মানসিক অবস্থার উদ্ভব হইবে এবং দোওয়ার দিকে আমরাও অধিকতর মনোযোগী হইব। (ক্রমশঃ)

"এবং যাহারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাহাদিগকে তিলে তিলে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। যেদিন উহাকে দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করিয়া উহার দ্বারা জমাকারীদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠে ছেঁকা দেওয়া হইবে, (তখন বলা হইবে), ইহা সেই বস্তু, যাহা তোমার বাসনার জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলে, উহার স্বাদ গ্রহণ কর।" (সুরা তওবা-৫ম রুকু)।

হাদিস শরীফ

২৬। নামায—শর্তাবলী ও আদব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৩৬) হযরত উসমান বিন্ আফ্ফান রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি ভালরূপে ওযু করে, তাহার অন্যায় অপরাধ তাহার দেহ হইতে, এমন কি, তাহার আঙ্গুল হইতেও বাহির হইয়া পড়ে" ['মুসলিম, কেতাবুত তাহারাৎ, বাবু খুরুজিল্ খাতাইয়া মায়া মা'ইল ওয়াযুয়ে,, ৬-১ : ১০২ পৃ :]

(১৩৭) হযরত আবু যার রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন মুসলমান মুমেন বান্দাহ ওযু করে এবং তাহার মুখ ধোয়, তখন পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে তাহার ঐ সমস্ত অপরাধ (বদী) যাহা সে চক্ষু দ্বারা করে, ধৌত হয়। তারপর, সে যখন তাহার দুই হাত ধোয়, তখন পানির শেষ ফোটার সঙ্গে তাহার ঐ সব ভুল-ভ্রান্তি অন্যায় ধৌত হয়, যাহা তাহার উভয় হাত করিয়াছে। এমন কি সে সব গোনাহ হইতে পাক-সাফ হইয়া যায়। তারপর, যখন সে পা ধোয়, তখন তাহার ঐ সব ভ্রান্তি পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে ধৌত হয়, যাহা তাহার পা করিয়াছিল। এমন কি, সে সব গোনাহ হইতে পাক-সাফ এবং পবিত্র হইয়া বাহির হয়।

['মুসলিম্', বাবু খুরুজুল্-খাতাইয়া মায়া মাইল ওয়ায়ে, ১-১ : ১০২ পৃ :]

(১৩৮) হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আমি কি তোমাদিগকে ঐ কথা বলিব না, যদ্বারা আল্লাহতায়ালা গোনাহ বিলুপ্ত করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?" সাহাবা আরজ করিলেন : "হে রসুলুল্লাহ, যরুর বলুন।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "ঠাণ্ডা ইত্যাদির জন্য মন না চাওয়া সত্ত্বেও খুব ভাল করিয়া ওযু করিবে এবং দূর হইতে মসজিদে হাটিয়া আসিবে এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করিবে। ইহাও এক প্রকার 'রিবাত'– অর্থাৎ 'সীমান্তে ছাউনী' করিবার ন্যায়।" তিনি এই কথা দুই বার বলিলেন। ['মুসলিম,' 'কোতাবুৎ-তাহারত,' বাবু ফাযলে মান আযবাগাল ওয়াযুয়া আলাল মাকারেহে, ১ : ১০৪পৃ:]

(১৪৯) হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি তাহার ঘরে ওযু করিয়া আল্লাহর ঘর, অর্থাৎ মসজিদের দিকে যায়, যাহাতে সে সেখানে ফরয নামায পড়ে, তখন মসজিদের দিকে যাওয়ার সময় যত কদম সে তোলে তন্মধ্যে তাহার এক পদক্ষেপ যদি এক গোনাহ মাফ হয়, তবে অন্য পদবিক্ষেপের দ্বারা তাহার দর্জা বৃদ্ধি হইবে।"

['মুসলিম,' বাবুল্ মাসা ইলাস্-সালাহ্,' ১-১ : পৃঃ ২৫৫]

(১৪০) হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযি আল্লাহ আন্‌হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "বাজার বা ঘরে নামায পড়া চাইতে মানুষের বাজামাত নামায ২০গুণ অপেক্ষাও অধিক সওয়াবের বিষয়, এবং ইহা এজন্য যে, যখন এক ব্যক্তি ভালরূপে ওযু করে, তারপর নামাযের নিয়েতে মসজিদের দিকে আসে অর্থাৎ নামায ছাড়া অন্য কিছু তাহাকে মসজিদে লইয়া না যায়, তবে এহেন ব্যক্তি যে পদক্ষেপই গ্রহণ করে, উহার ফলে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং গোনাহ মাফ হয়। এমন কি, সে মসজিদে গিয়া পৌঁছায়, এবং যতক্ষণ নামাযের জন্য মসজিদে বসা থাকে, ততক্ষণ সে নামাজেই আছে বলিয়া গণ্য হয় এবং ফেরেশতাগণ তাহার প্রতি দরূদ পাঠাইতে থাকেন এবং বলেন : 'হে আল্লাহ, তাহার প্রতি রহম কর, দয়া কর, তাহাকে ক্ষমা কর এবং তাহার তাওবাহ্ কবুল কর'। এই সব দোওয়া তাহার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হইতে থাকে, যতক্ষণ সে কাহাকেও কোন কষ্ট দেয় না এবং 'বা-ওযু' (ওযুর সহিত) থাকে।"

(বুখারী, কেতাবুস্ সালাত, বাবু ফলিলাতিল জামায়াত' ১ : ৮৯, ২৮৪ পৃঃ)

১৪১। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি আল্লাহ আনহু বলেন : "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কোন্ কাজ (আমল) আল্লাহতায়ালা সব চেয়ে বেশী পছন্দ করেন? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া'। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইহার পর কি? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, "মাতা-পিতার প্রতি উত্তম ব্যবহার"। তারপর, আমি নিবেদন করিলাম যে, ইহার পর কোন কাজ? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'আল্লাহতায়ালার পথে জেহাদ।' অর্থাৎ খোদা তায়ালার ধর্ম প্রচারের পুরাপুরি চেষ্টা। [বুখারী, কেতাবুল-জেহাদ, কবু ফযলিল-জেহাদ ১৪০৯০]

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

— এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

যদি 'ঈমান বিল্লাহ'-এর প্রতিক্রিয়া ও চিহ্নসমূহ প্রতিফলিত না হয়, তাহা হইলে খোদাকে এইরূপ মানা ও না মানা উভয় সমান।

প্রকৃত ঈমান গোনাহ্র পঙ্কিলতা দূর করিয়া মানুষকে পবিত্র করে এবং উহার সুফলসমূহ তাহার মধ্যে প্রকাশিত হয়।

"মানুষ খোদাকে মানে, অথচ আমলী বা কার্যকরী সাক্ষ্য তৎসঙ্গে বহণ করে না, মানুষ যে এইরূপ ধোকা বা আত্মপ্রতারণার বশবর্তী হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহাও এক প্রকার ভয়াবহ ব্যাধি। ব্যাধি দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক, যাহা দৃশ্যমান ও চেতনামূলক, যাহার যন্ত্রণা বা ব্যথা অনুভূত হয়। যেমন, মাথা ধরা বা মূত্রাসয়ের ব্যথা ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাধি অপ্রকাশিত ও অবচেতনামূলক হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাধি জনিত বেদনা ও যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। সেইজন্য রুগী উহার চিকিৎসার ব্যাপারে এক প্রকার উদাসীন হইয়া থাকে। যেমন, কুষ্ঠের শ্বেত চিহ্নাবলী। বাহ্যতঃ উহার কোন ব্যথা-বেদনা অনুভূত হয় না। কিন্তু পরিশেষে উহার মারাত্মক ফল দাঁড়ায়। সুতরাং খোদা তায়ালাতে এরূপ বিশ্বাস যাহা আমলী বা কার্যকরী সাক্ষ্য-প্রমাণ বহণ করে না, উহাও এক প্রকারের অপ্রকাশিত ও অবচেতনামূলক ব্যাধি। এরূপ ব্যক্তি শুধু প্রথা ও অভ্যাসগতভাবে খোদাকে মানিয়া থাকে, কিংবা পূরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিয়াছে যে, কোন খোদা আছেন, সেজন্য মানে। স্বীয় স্বতায় অনুভব বা অভিজ্ঞতা করিয়া সে কবে তাঁহাকে স্বীকার করিয়াছিল? যে দিন কাহারো মধ্যে ঐরূপভাবে খোদার স্বীকারোক্তির উদ্ভব হয়, তখন উহা সঙ্গে সঙ্গেই গোনাহ্র পঙ্কিলতাকে ভস্মীভূত করিয়া তাহাকে পবিত্র করে, এবং উহার চিহ্ন ও সুফল সমূহ প্রকাশিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সকল চিহ্ন ও সুফল প্রকাশিত না হয়, খোদা তায়ালাকে মানা আর না মানা উভয়ই সমান। ইহার হেতু ও কারণ এই যে, 'একীন' বা পূর্ণ ও অবিচল বিশ্বাস সে লাভ করে নাই। এই একীন ব্যতীত সুফল সমূহ প্রকাশ পাইতে পারে না। দেখুন, যে সকল বিপদ ও আশঙ্কা সম্পর্কে মানুষের প্রত্যয় হইয়া থাকে, সে উহাদের নিকটেও ঘেঁসে না। যেমন কাহারো গৃহের কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া গেলে এরূপ বিপদাবস্থায় সে উহার নীচে যাইবার বা সেই গৃহে বাস করিবার দুঃসাহাস সে করিবে না। অথবা অমুক জায়গায় সর্প আছে ইহা জানার পর সে রাত্রিকালে ঘুরিয়া ফিরিয়াও সেখানে যাইবে না। কেননা ইহার ফলাফল সম্বন্ধে সে সন্দেহাতীত বিশ্বাস ও জ্ঞান রাখে। সুতরাং যদি খোদাতায়ালাকে মানিয়া এক পয়সার 'সঙ্খিয়া' বিষের প্রতিক্রিয়ার তুল্যও কাহারো মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে সে আসলে কিছুই মানে না। বাস্তব বিষয় এই যে, সকল খারাপির মূল হইল জ্ঞানের ত্রুটি ও অভাব।" (আল-হাকাম, ১লা জানুয়ারী, ১৯০৩ ইং)

অনুবাদ: আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খুৎবা

সাইয়েদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ইং তারিখে মসজিদে আক্সা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

"ইসলাম ধর্ম'ই সেই সেরাতে-মুস্তাকিম, যাহা মানুষকে খোদাতায়ালার দিকে লইয়া যায় এবং তাঁহার কুর্‌ব ও সান্নিধ্য দান করে।

ইসলামী শিক্ষা জানিয়া ও বুঝিয়া লইবার পর মানুষের পক্ষে আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপনে অবহেলা করা মোটেই আর সম্ভবপর থাকে না।

দোওয়ার দ্বারা খোদাতায়ালার প্রীতি লাভের এবং তাঁহার জীবন্ত জ্যোতির্বিকাশ সমূহ অবলোকনের জন্য প্রচেষ্টা করুন।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর নিম্নলিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন:

يا ايها الناس قد جاء كم برهان من ربكم و انزلنا اليكم نورا مبينا o
فاما الذين آمنوا با لله و اعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه و فضل
و يهديهم اليه صراطا مستقيما o (সুরা নেসা: ১৭৫—১৭৬)

অতপর এই আয়াতের তরজমা করিয়া বলেন: আল্লাহতায়ালা বলেন, "হে মানব সকল, পবিত্র কুরআন একটি 'বুরহান' বা অকাট্য যুক্তি, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে, এবং ইহা একটি সুপ্রকাশিত জ্যোতি, যাহা তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে। সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং এতদ্বারা নিজেদের হেফাজত ও রক্ষনাবেক্ষণ করিয়াছে, নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে এক মহান রহমত ও ফজলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিবেন এবং তাঁহার সান্নিধ্যে লইয়া যায় এমন এক সকল পথের নির্দেশ দান করিবেন।

অতঃপর বলেন: ইসলামী শরিয়তের আঁধার মহাগ্রন্থ কুরআন-আজীম এক অকাট্য যুক্তি, এক উদ্ভাষিত জ্যোতি। আল্লাহ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ঈমান আনে—অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে, বীরত্বের সহিত মৌখিক উহা অভিব্যক্তও করে এবং

নিজের এই সকল আন্তরিক বিশ্বাসের উপর নিজের সৎকর্ম সমূহের দ্বারা মোহরাঙ্কন করে, তারপরও সে মনে করে যে ইহাই যথেষ্ট নয় বরং এ সবকিছু করার পরও খোদাতায়ালার হেফাজত ও পৃষ্ঠপোষকতা, তাঁহার রহমত ও ফজলের প্রয়োজন আছে— وَاعْتَصِمُوا এবং সে আল্লাহ্ তায়ালার মাধ্যমে, দোওয়ার দ্বারা আত্মরক্ষা ও স্বীয় হেফাজতের ব্যবস্থা করে, যাহাতে তাহার আকায়েদ বা বিশ্বাসে শয়তানী প্ররোচনা প্রবেশ লাভ করিতে না পারে, তাহার আমলের মধ্যে কোন শয়তানী কীট ঘুণের ন্যায় সংযুক্ত না হয় এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার সহিত তাহার বিশ্বাস ঘোষণা, প্রচার ও প্রকাশের তওফিক আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে দান করিতে থাকেন। وَاعْتَصِمُوا-এর মধ্যে যে হেফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, আরবী ভাষা অনুযায়ী উহার এই অর্থ করা হইয়াছে যে, সে এই দোওয়া করিবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা যেন তাহার স্বভাবজ শক্তি ও ক্ষমতা নিচয়ের মধ্যে নূর পয়দা করিয়া, তাহার দেহ ও মন, কায় ও আত্মাকে উচ্চাঙ্গীন চারিত্রিক গুণাবলিতে সুশোভিত করিয়া, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তাহাকে সকল অবস্থায় অভিষিক্ত করিয়া, স্থিরপদক্ষেপে প্রতিষ্ঠা দান করিয়া, তাহার উপর স্বর্গীয় প্রশান্তি বর্ষিত করিয়া, তাহার মন ও মস্তিষ্ককে শয়তানী প্ররোচনা হইতে বাঁচাইয়া, তাহাকে স্বীয় আনুগত্য এবং মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লার আজ্ঞানুবর্তিতায় নেকী ও সৎকর্ম সম্পাদনের তওফিক দান করিয়া তাহার হেফাজত করেন। ইহাই হইল 'ইসমত' (عصمت) বা রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ। আল্লাহ্তায়ালা বলেন যে, যদি তোমরা সুষ্ঠু ও সহী আকায়েদ পোষণ করিবে, সালেহ্ আমল তথা সৎ ও সময়োপযোগী আমল করিবে ও বীরত্বের সহিত ঈমানের উপর কায়েম থাকিবে এবং ক্রমাগত দোওয়ার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ লাভ করিবে; তাহা হইলে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদিগকে তাঁহার বিশাল রহমতের ছায়া তলে প্রবিষ্ট করিবেন, তাঁহার ফজল ও মহাকৃপা তোমাদের উপর বর্ষিত হইবে এবং তিনি তোমাদিগকে এমন এক পথের নির্দেশ দান করিবেন, যাহা তাঁহার দিকেই লইয়া যায়; যাহা সেরাতে-মুস্তাকীম, যাহা খোদাতায়ালার সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দেয় এবং উহার পর তাঁহার নৈকট্য লাভ হইয়া যায়।

এই সেরাতে-মুস্তাকীম যাহা খোদাতায়ালার দিকে লইয়া যায় তাহা হইল দ্বীনে-ইসলাম। সেই জন্যই অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, আমি দ্বীনকে পূর্ণতা দান করিয়াছি এবং আমার নে'মতকেও পূর্ণ করিয়াছি, এবং তোমাদের জন্য ইসলাম, উহার তালীম ও হেদায়েত প্রেরণ করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের জন্য ধর্মরূপে আমি ইসলামকেই পছন্দ করিয়াছি।'

যখন আমরা ইসলাম তথা কুরআন করীমের শিক্ষা, হেদায়েত ও অনুশাসন এবং বিস্তারিত বিবরণের উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তখন ইসলামে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যরাজী আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। এই সকল বৈশিষ্ট্যকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি।

সর্ব প্রথম হইল, ইসলামী শিক্ষা হেদায়ত এবং শরীয়তের সেই সকল বৈশিষ্ট্য, যাহা আল্লাহ্-তায়ালার 'এরফান' বা জ্ঞানতত্ত্বের সহিত সম্পৃক্ত। ইসলাম এমন এক ধর্ম, এমন এক পূর্ণ শিক্ষা, যাহা আমাদিগকে আল্লাহ্তায়ালার স্বত্তা এবং গুণাবলী (সিফাত) সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান দান করিয়াছে, এবং বিষদভাবে জানাইয়াছে যে, ইসলাম প্রেরণকারী আল্লাহ-তায়ালা স্বীয় স্বত্তা এবং গুণাবলীর দিক দিয়া কি প্রকারের অস্তিত্ব। অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তার তৌহীদ. তাঁহার সর্বশক্তিমানতা, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় হওয়া এবং তাঁহার শাস্তি ও পুরস্কার এবং অনুগ্রহ দান ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআন করীম আমাদিগের নিকট এক সামগ্রিক বর্ণনা দান করিয়াছে। যখন আমরা কুরআন করীমের সেই বিবরণ ও শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি যে. সেই মহান ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির অধিপতি খোদার সহিত আমরা অতি ক্ষুদ্র আজিয বান্দা হইয়া কিরূপে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারি. তখন আমাদের জন্য 'সেই সেরাতে-মুস্তাকীম' উন্মুক্ত হয়, যাহা খোদাতায়ালার দিকে তাঁহার সান্নিধ্যে লইয়া যায়।

ইসলামী তালীম, হেদায়ত ও শরীয়তের বৈশিষ্ট্যরাজীর দ্বিতীয় অংশটি মানবীয় অধিকার বা হুকুকের সহিত সম্পর্ক রাখে।

এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে রহিয়াছে মানুষের ব্যক্তি-স্বত্তা। তাহার নফ্স বা আত্মাই হইল অগ্রগণ্য। হেদায়ত লাভ করা এবং খোদাতায়ালার কহর হইতে আত্মরক্ষা ও মুক্ত থাকার বিষয়ে প্রত্যেকের নিজের ব্যাপারেই চিন্তা-ভাবনা করা উচিৎ। উক্ত চিন্তা-ভাবনার পরেই তাহার সঙ্গী সাথী, পাড়া-পড়শী, পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্যদের জন্য করা উচিত। যে ব্যক্তি নিজেই দোযখের মধ্যে চলিয়াছে, সে আবার কেমন করিয়া অন্যদিগকে জান্নাতের দিকে লইয়া যাইতে পারে? অত্যন্ত সুবিস্তৃত ও অতীব সুন্দর শিক্ষা ইসলাম আমাদিগকে দান করিয়াছে, এবং আমাদের হক বা অধিকার সমূহ কায়েম করিয়াছে। যেমন কুরআন করীম এক স্থানে বলিয়াছে—

لا يضركم من ضل اذا اهتديتم (আল-মায়েদা : ১০৬)

অর্থাৎ, হেদায়ত প্রাপ্তির ব্যাপারে তোমাদের নিজস্ব নফস্ বা ব্যক্তি-স্বত্তাই হইবে সকলের চাইতে অগ্রগণ্য। প্রথমে নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর। তারপর অপরাপরের জন্য চিন্তা

করিও। ইহা তো আমি মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। মোটের, কুরআন করীম প্রত্যেক ব্যক্তির হক ও অধিকার কায়েম করার পর উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে। অতঃএব, বৈশিষ্ট্যাবলীর উক্ত শ্রেণীর মধ্যে শীর্ষস্থানে রহিয়াছে মানুষের নিজের নফ্‌স বা ব্যক্তি-স্বত্তা।

দ্বিতীয়তঃ আমারা এই দেখিতে পাই যে, ইসলাম সাধারণভাবে মানুষের চাল-চলন বা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়াছে, উহা অতীব সুন্দর শিক্ষা। এতই সর্বাঙ্গীন সুন্দর শিক্ষা যে, ইসলামের পূর্বে কোন ধর্মই এরূপ শিক্ষা দান করে নাই এবং কোন দার্শনিকও, কতক পর্যায়ে প্রজ্ঞার গভীরে যাওয়া সত্তেও, এইরূপ শিক্ষা জগতের সামনে রাখিতে সক্ষম হয় নাই। প্রত্যেক মানুষের নিত্যনৈমত্তিক চাল চলন ও ব্যবহারিক জীবন কিরূপের হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ইসলাম যে শিক্ষা পেশ করিয়াছে তাহা অতি মহান ও আশ্চার্যজনক।

ইসলামে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে এমন কোন শিক্ষার লেশ মাত্র নাই যাহা মানবীয় অধিকার সমুহের পারস্পরিক যোগসূত্রে বিচ্ছিন্নতা ঘটায়। বরং ইহা মানবীয় অধিকারসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়, সেগুলিকে সংহত ও সুদৃঢ় করে; উহাদের মধ্যে মিষ্টতা ও সৌন্দর্য এবং প্রীতির উন্মেষ ঘটায়।

বৈশিষ্ট্যমালার আলোচ্য শ্রেণীতে ইসলামী শিক্ষার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইসলামে এমন কোন শিক্ষাও নাই যাহা মানুষকে দইয়ুসী বা নির্লজ্জতার দিকে আকৃষ্ট করে অথবা উহার ফলশ্রুতিতে নির্লজ্জতার সৃষ্টি হইতে পারে। বরং ইসলামী শিক্ষা নীচতা ও অশ্লিলতা হইতে রক্ষা করে, পংকিলতা হইতে উদ্ধার করে এবং সম্মান ও সম্ভ্রমের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে। ইহা এমনই এক শিক্ষা, যাহা সকল প্রকারের পাপ ও খারাপি হইতে মানুষকে বিরত রাখে। সকল নিষিদ্ধ বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে এক পুর্ণ শিক্ষা ইসলামেই পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামী শিক্ষার মধ্যে পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আমরা এই দেখিতে পাই যে, উহাতে এমন কোন শিক্ষা নাই, যাহা মানুষের প্রকৃতিগত লজ্জাশীলতার পরিপন্থী হইতে পারে। মানুষের স্বভাবে লজ্জাবোধ নিহত আছে। কিন্তু দুনিয়া উহার কুপ্রথা ও কুঅভ্যাসগুলির কারণে বা দুনিয়া উহার পরিপার্শিকতার ফলে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই স্বত্তাবজ লজ্জা-শরম বিরোধী স্বভাব বা অভ্যাস নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া লয়, এবং লাঞ্ছনার পোষাক পরিধান করে, প্রকৃতগত লজ্জা-শরমের বিনাশ ঘটায়, উহাকে দলিত ও নিষ্পেষিত করে, উহার বিন্দুমাত্র চিহ্নও অবশিষ্ট রাখে না। কিন্তু ইসলামে এমন কোন শিক্ষা নাই, যাহা স্বভাবজ লজ্জা ও শালীনতাবোধের পরিপন্থী হয়। বরং ইসলামের সমগ্র শিক্ষাই পূর্ণরূপে স্বভাবগত লজ্জা ও শালীনতা সম্মত এবং উহার পূর্ণ বিকাশ ঘটাইবার জন্য সেরাতে মুস্তাকীম প্রদর্শনকারী। (২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল ঃ হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২১)

দাজ্জাল সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক কথা ঃ

প্রসঙ্গতঃ এখন আমি বিরুদ্ধবাদীদের একটি আপত্তি যা দাজ্জালের আবির্ভাব সম্বন্ধে উত্থাপন করা হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে উল্লেখ করবো। বলা হয় যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে দাজ্জালের আগমনের সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু এখন পর্যন্ত দাজ্জালের আগমন হয় নাই, সেজন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমন হতে পারে না। প্রতিশ্রুত দাজ্জালের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে সে এক-চক্ষু বিশিষ্ট হবে, সে গাধায় চড়ে আসবে যে গাধা তার সামনে ও পিছনে রাশি রাশি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলবে, দাজ্জালের কপালে "কাফ, ফে, রে" লেখা থাকবে, মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সে সর্বত্র বিচরণ করবে, ইত্যাদি।

দাজ্জালের পরিচয় সংক্রান্ত এই সকল নিদর্শন যে একান্তই রূপকভাবে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী, তাতে কোন সন্দেহই নাই। এসম্বন্ধে আমাদের কাছে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ, স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়-বস্তু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত বিষয়েরও স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা বা "তাবীর" করা প্রয়োজন। যেমন পবিত্র কুর-আনে রয়েছে : والقمر رأيتهم لي ساجدين অর্থ :—"আমি দেখিলাম সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করিতেছে।" (সূরা ইউসুফ : ৫)। অন্যত্র রয়েছে :

انی اری فی المنام انی اذبحك অর্থ :— "আমি একটি স্বপ্নে তোমাকে জবেহ করিতে দেখিয়াছি।" (সূরা সাফ্‌ফাত : ১০৩)।

প্রথমোক্ত আয়াতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিজয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এক মহা-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন আল্লাতা'লার নির্দেশে এবং তা হলো হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে হেজাযের মরু-প্রান্তরে নির্বাসিত করা। এর ফলে বনী ইসমাঈল বংশের উদ্ভব এবং সেই বংশ থেকে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমন নির্ধারিত ছিল।

অনুরূপভাবে দাজ্জাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী গুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত হাদিসে বর্ণিত অন্যান্য নিদর্শনগুলো এবং আল্লাহ্‌তা'লার সাধারণ নিয়ম কানুনের আলোকে আমরা এগুলোর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা না করি। সর্বপ্রথম যে বিষয়টির দ্বারা আমরা দাজ্জালের পরিচয় পেতে পারি তা হলো এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের পূর্বে দাজ্জালী ফেতনা এবং খৃষ্টীয় ধর্মের বিকৃত শিক্ষার প্রচার এই দুটি বিষয়ের শক্তিশালী প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। এই দুটি শক্তিশালী বিষয় মুলতঃ একই বিষয়েরই দুটি দিক। এসম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য রয়েছে। পবিত্র কুরআনে খৃষ্টীয় ধর্মের বিকৃত বিশ্বাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে : وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا

অর্থ :—"আল্লাহতা'লা এই কুরআন এইজন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, ইহা ঐ সকল লোককে সতর্ক করিয়া দেয় যাহারা বলে যে, আল্লাহর একজন পুত্র সন্তান রহিয়াছে।" (সুরা কাহাফ : ৫)। প্রতিশ্রুত মসীহের যুগের সংগে কুরআন করীমের এই আয়াত যে সম্পর্কিত তার প্রমাণ এই যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন : "যখন তোমরা দাজ্জালের ফেত্‌নায় পড়বে তখন পবিত্র কুরআনের সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করবে' (মসনদ আহমদ বিন হাম্বল)।

সুরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াতে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, দাজ্জাল এবং বিকৃত প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম মূলতঃ একই বিষয়? দাজ্জাল হলো একটা ফেতনা, একটা আধ্যাত্মিক ব্যাধি—এর চিকিৎসার জন্য প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্মের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। স্পষ্টতঃই দাজ্জাল এবং আধুনা প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম এক এবং সমার্থক।

বস্তুতঃ দাজ্জাল এমন কোন বৃহদাকৃতি মানুষ নয়, যার একটি চোখ কানা এবং অদ্ভুত গুণ ও ক্ষমতা-সম্পন্ন গাধায় আরোহণ করে, যার আবির্ভাব হবে বলে অনেকেই ধারণা করে থাকেন। আরবী ভাষার অভিধান হতেও এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জাল কোন প্রকার বৃহদাকৃতি মানুষ নয়, সাধারণভাবে যার কল্পনা করা হয়। প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান 'আকরাব' ও 'তাজ' অনুসারে দাজ্জালের অর্থ হলো : 'একটি বড় দল বা জাতি যারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে দেয়; ব্যবসা-বাণিজ্য, ইত্যাদি দ্বারা জগতকে ছেয়ে ফেলে এরূপ কোন জাতি।' এই বর্ণনা বর্তমানের ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান প্রচারক-দের জন্য যথাযথভাবে প্রযোজ্য—কেননা এই যুগে খৃষ্টানগণই প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সেইসঙ্গে মিশনারী পদ্ধতির দ্বারা সারা জগত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

তাহ'লে হাদীসে এক চক্ষু বিশিষ্ট দাজ্জালের যে বর্ণনা রয়েছে তার অর্থ হলো শুধু এক ধরণের বিষয় সম্বন্ধে দেখার ক্ষমতাশীল হওয়া এবং অন্যদিকটি সম্বন্ধে দেখতে অসমর্থ হওয়া। খৃষ্টান মিশনারীগণ সেজন্যই খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছেন—অথচ অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্ম-প্রবর্তক সম্বন্ধে নিতান্তই আগ্রহহীন। খৃষ্টান জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বৈষয়িক উন্নতিকেই সবকিছু মনে করছে—ফলে তারা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিহীনতায় ভুগছে।

ভবিষ্যদ্বাণীতে দাজ্জালের গাধার যে বিকট ছবি বর্ণিত হয়েছে মূলতঃ তার দ্বারা বর্তমান কালের যান্ত্রিক যান-বাহন, রেলওয়ে, জলোজাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিকেই বুঝানো হয়েছে এগুলোর দ্বারা খৃষ্টান জাতি এবং ধর্ম-প্রচারকগণ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে সমর্থ হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে যে ধরণের প্রতীক বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ সঙ্কেত-সূচক বর্ণনা-রীতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিজ জীবনের ঘটনা থেকেও প্রমাণ রয়েছে। মিশ্‌কাত শরীফে ('ইবনে সায়াদ' শীর্ষক অংশে) বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইবনে সায়াদকে দেখতে গেলেন —ইবনে সায়াদ ছিলেন মদিনাবাসী এবং তিনি অদ্ভুত ধরণের অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন বলে মনে করা হতো। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন হযরত উমর (রাঃ)। ইবনে সায়াদকে দেখে হযরত উমর (রাঃ) বল্লেন: "খোদার কসম, এই ব্যক্তিই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত দাজ্জাল; এর শিরোচ্ছেদ করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন।" এই কথা শুনে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বল্লেন: "না। কারণ, যদি সে দাজ্জাল না হয়ে থাকে তাহ'লে তাকে হত্যা করা অন্যায় হবে এবং সে যদি দাজ্জালই হয়, তাহ'লে তাকে হত্যা করার দায়িত্ব প্রতিশ্রুত মসীহের, আপনার নয়।" (মিশকাত)।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, দাজ্জালের অন্যান্য পরিচয় যেমন—এক-চক্ষু হওয়া, তার গাধার সামনে-পিছনে ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি হওয়া, অথবা কপালে "কাফ, ফে, রে" লিখিত থাকা ইত্যাদি বিষয়ে হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁর উত্তরে উল্লেখ করেন নাই। যদি তিনি এই সকল পরিচয় সম্বন্ধে বলতেন তাহ'লে হযরত উমর (রাঃ)-এর ধারণা (অর্থাৎ ইবনে সায়াদই দাজ্জাল) সহজেই ভুল প্রমাণিত হতো (কারণ, ইবনে সায়াদের দুটি চোখ ছিল, তার কপালে "কাফ, ফে, রে" ছিল না, ইত্যাদি)। কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ) এই ধরণের লক্ষণহীনতার সহজ প্রমাণ পেশ না করে অন্য একটি যুক্তি পেশ করেছেন এবং এইভাবে তিনি হযরত উমর (রাঃ)কে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হতে নিবৃত্ত করেছিলেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এরূপ উত্তরের দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্ট যে,

ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সকল লক্ষণ বা চিহ্ন বর্ণিত হয় সেগুলো সর্বদা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণীয় নয়। আসলে এই সকল লক্ষণ হলো প্রতীক স্বরূপ—এগুলোর অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ আধ্যাত্মিক আলোক-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণই সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং সাধারণের জন্য তাঁদের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে দাজ্জালের আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষাদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। যেহেতু দাজ্জাল এসে গিয়েছে সেইহেতু বর্তমান যুগে দাজ্জালের মোকাবেলার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর আগমনও অত্যাবশ্যক। (ক্রমশঃ)

(*'দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ*: মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

তালিমী পরীক্ষা

সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে স্থানীয় জামাতের সুবিধা অনুযায়ী শুক্রবার (২৭-১-৭৮) অথবা রবিবার (২৯-১-৭৮) তারিখ বিকাল ৩ ঘটিকার সময় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বিরচিত নিম্নোক্ত পুস্তকের উপর পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

ক) লাজনা, খোদ্দাম ও আনসারের জন্য নির্ধারিত বিষয়: "ইসলামী নীতি-দর্শন" পুস্তকের প্রথম দুইটি প্রশ্ন অবলম্বনে।

খ) নাসেরাতুল আহমদীয়া ও আতফালের জন্য নির্ধারিত বিষয়: "আমাদের শিক্ষা" পুস্তক অবলম্বনে।

পরীক্ষার নিয়মাবলী :—

ক) পরীক্ষার জন্য মোট নম্বর—১০০ সময়—দেড় ঘন্টা

খ) প্রশ্নপত্র অত্র দফতর হইতে পাঠানো হইবে।

গ) পরীক্ষার সময় পুস্তকের সাহায্য লওয়া চলিবে না।

ঘ) পরীক্ষার্থীকে নাম, বয়স, ইত্যাদি প্রথম পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবে।

ঙ) পরীক্ষা গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট সাহেব অত্র দফতরে সমস্ত খাতা-পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

চ) বিভিন্ন গ্রুপে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীগণকে আসন্ন সালানা জলসার সময় সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।

ছ) এই তালিমী পরীক্ষায় সকল আহমদী ভাই-বোন (যাঁহারা লিখিতে ও পড়িতে জানেন) যাহাতে অবশ্য অবশ্যই অংশ গ্রহণ করেন তজ্জন্য প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে যথাযথ ব্যবস্থা লওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

মোঃ খলিলুর রহমান
সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।

খোদ্দাম ও আতফালের পাতা-(৮)

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

১) প্রশ্নোত্তর বিভাগ

প্রশ্নঃ আহমদীয়া জামাতের সাংগঠনিক তৎপরতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরন দিন।

উত্তর :—আহমদীয়া জামাতের সাংগঠনিক তৎপরতার মূল উৎস হইল ইসলামী খেলাফত। এই খেলাফতের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী ব্যবস্থার পূন:-প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে :—

১। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া ঃ (ক) নেযারতে উলিয়া, (খ) নেযারতে দেওয়ান, (গ) নেযারতে তালিমুল কোরআন ও ওয়াকফে আরজি, (ঘ) নেযারতে তালীম, (ঙ) নেযারতে সানয়াত ও তেজারত, (চ) উমুরে আমা, (ছ) নেযারতে দরবেশানে কাদিয়ান, (জ) এমারত ও স্থানীয় জামাতি সংগঠন, (ঝ) মাদ্রাসা আহমদীয়া ও হাদিকাতুল মুবাশশেরিন, (ঞ) দাওয়াত ও তবলীগ বা ইসলাহ ও ইরশাদ, (ট) বায়তুল মাল, (ঠ) নেযারতে জিরায়াত (কৃষি), (ড) নেযারতে উমুরে খারেজা, (ঢ) নেযারতে তালিফ ও তসনিফ, (ণ) নেযারতে জিয়াফত, (ত) দারুল কাযা, (থ) নেযারতে ওয়াসিয়ত ও বেহেস্তি মাকবেরা।

২। মজালসে ইন্তেখাব

৩। মজলিসে মোশাওয়ারাত

৪। আভ্যন্তরীন তরবিয়তি সংগঠন ঃ (ক) মজলিসে আনসারুল্লাহ্, (খ) খোদ্দামুল আহ্মদীয়া, (গ) আতফালুল আহ্মদীয়া, (ঘ) লাজনা ইমাউল্লাহ্, (ঙ) নাসেরাতুল আহ্মদীয়া।

৫। তাহরীকে জাদীদ ঃ ২৯টি দফা, (ক) বহির্দেশে মিশন, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন, (খ) মিশনারী ট্রেনিং ও নিয়োগ, (গ) ইসলাম প্রচারের জন্য ফাণ্ড সংগ্রহ, (ঘ) সকল ভাষায় কোরআনের তরজমা ও তফসীর প্রকাশ, (ঙ) বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ, (চ) মাদ্রাসা আহ্মদীয়া ও হাদীকাতুল মোবাশশেরিন, (ছ) বিভিন্ন দেশের স্থানীয় ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ।

৬। ওয়াকফে জদীদ : (ক) ওয়াকফে জদীদ ও মোয়াল্লেম ট্রেনিং, (খ) স্থানীয় তবলীগী ও তরবিয়তি সাহিত্য প্রকাশনা, (গ) আভ্যন্তরীণ তালীম, তরবিয়ত ও তবলীগ, (ঘ) তালীমে কোরআন ও খেদমতে খালক। (ঙ) আঞ্চলিক ভিত্তিতে ১০ একর জমি ওয়াকফ কেন্দ্র স্থাপন।

৭। ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন : (ক) কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী স্থাপন. (খ) ইসলামের উপর গভেষণামূলক গ্রন্থাদি প্রণয়ন, (গ) বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী লিটারেচারের জন্য কেন্দ্রীয় একাডেমী স্থাপন।

৮। নুসরত জাহান রিজার্ভ ফাণ্ড ও লীপ ফরওয়ার্ড স্কীম : (ক) আফ্রিকায় ৬ টি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, (খ) আফ্রিকায় ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (এই উদ্দেশ্যে ৫২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ). (গ) ডাক্তার ও শিক্ষকদের জিন্দেগী ওয়াকফ।

(উল্লেখ্য, উক্ত টাকা সংগৃহীত হইয়া পূর্ণদমে কাজ চলিতেছে)

৯। শত বার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ড : (ক) পশ্চিম আফ্রিকায় নুতন তিনটি মিশন স্থাপন, (খ) পূর্ব আফ্রিকায় নুতন মিশন স্থাপন, (গ) ইউরোপের কয়েকটি নূতন দেশে মিশন স্থাপন, ঘ) বিভিন্ন দেশের আহমদীদের মধ্যে পরস্পর পেনফ্রেণ্ডশীপ, (ঙ) আরবী, ফরাসী ও যুগোশ্লাভ ভাষায় কুরআনের তফসীর প্রকাশ, (চ) ১০০টি ভাষায় ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ, (ছ) সর্বাধুনিক তিনটি বৃহৎ প্রেস স্থাপন, (জ) শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র স্থাপন।

২) মজলিস বার্তা

সালানা জলসা উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগীতা :

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই মার্চ, ১৯৭৮ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক জলসা উপলক্ষে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়ার পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত বিষয়ে রচনা আহ্বান করা যাইতেছে :—

(১) কুরআন করীমের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব (২) সত্যবাদীতা

প্রথমোক্ত বিষয়টি খোদ্দামের জন্য। দ্বিতীয়টি আতফালের জন্য। রচনা ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের ১০ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অত্র মজলিসের ঠিকানায় রচনা পাঠাইতে হইবে। সম্ভবতঃ জলসার সময় রচনা প্রতিযোগীতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আলোচনা সভা :

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক রচিত পুস্তক অবলম্বনে মাসিক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রত্যেক মজলিসের কায়েদ সাহেবকে প্রতিমাসে এ সম্বন্ধে পৃথক রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

ইজতেমা ঃ

ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসে স্থানীয় ইজতেমা সুসম্পন্ন হইয়াছে। আহমদনগর মজলিসেও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। (বিস্তারিত রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই)। নারায়ণগঞ্জ মজলিসে ৩০/১২/৭১ রোজ শুক্রবার "ইয়াওমে ওয়ালেদাইন" (পিতামাতা দিবস) পালন করা হইয়াছে। ঢাকা মজলিসেও আগামী জানুয়ারী মাসের ২৯ তারিখ ঢাকা শহরের বাহিরে পিকনিক আকারে ইজতেমা করার জন্য প্রস্তুতি চলিতেছে।

অন্যান্য সকল মজলিসের কায়েদ সাহেবদেরকে জানানো যাইতেছে যে আগামী জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝির মধ্যেই অর্থাৎ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য সালানা জলসার পূর্বেই যেন তাঁহারা স্ব স্ব মজলীসে ইজতেমা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এ সম্বন্ধে সত্বর অত্র মজলিসের সংগে যোগাযোগ করার জন্য সকল কায়েদদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অক্টোবর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের নাম ঃ

বিষয় : খোদ্দাম (ক)

কোরআন তেলওয়াত প্রথম—মোঃ মাহফুজুল, ঢাকা
দ্বিতীয়—মোঃ নুরুল্লাহ, খুলনা
তৃতীয়—মোঃ ইব্রাহীম, রেকাবী বাজার

বক্তৃতা : প্রথম—মোঃ আবদুল বাতেন, ময়মনসিং
দ্বিতীয়—আমীর হোসেন,
তৃতীয়—মোবশ্বেরউর রহমান, ঢাকা

খোদ্দাম (খ)

বক্তৃতা : প্রথম—মোঃ আব্দুল মতিন, কুমিল্লা
দ্বিতীয়—কামরুল হাসান, নারায়ণগঞ্জ
তৃতীয়—মইন উদ্দিন আহমদ সিরাজী, চট্টগ্রাম

দ্বীনী মালুমাত :

বিষয় : নজম পাঠ : খোদ্দাম (ক)

প্রথম—মোঃ মাছুম, রেকাবী বাজার
দ্বিতীয়—এস, এম, হাবিবুল্লাহ, ঘাটুরা
তৃতীয়—নইম তফভিজ, চট্টগ্রাম

রচনা : খোদ্দাম (ক)

প্রথম—মোঃ আমীর হোসেন, ময়মনসিং
দ্বিতীয়—আবদুল বাতেন, ময়মনসিং
তৃতীয়—আহমদ তবশীর চৌঃ, ,,

খোদ্দাম : (ক)

প্রথম—আবদুল জলিল, ঢাকা
দ্বিতীয়—মোঃ আমীর হোসেন, ময়মনসিং
তৃতীয়—অব্দুল বাতেন, ময়মনসিং

বিষয় : পরগাম রেসানী

খোদ্দাম (ক)

প্রথম—জনাব জাহিদুর রহমান ও তার দল ঢাকা

বিষয় : কোরআন তেলাওয়াত—আতফাল

প্রথম—জোবায়ের আহমদ বি, বাড়িয়া
দ্বিতীয়—মোঃ আব্দুর রহমান, ঢাকা
তৃতীয়—জসীম উদ্দিন, ঢাকা
,, আবু তাহের, নারায়ণগঞ্জ

বক্তৃতা : প্রতিযোগীতা—আতফাল (ক)

প্রথম—তৌফিক আহমদ, চট্টগ্রাম
দ্বিতীয়—সামছুদ্দিন আহমদ, নারায়ণগঞ্জ
তৃতীয়—মনিরুল ইসলাম, ঐ

বিষয় : দ্বীনী মালুমাত—আতফাল

প্রথম—মনিরুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ,
দ্বিতীয়—আব্দুস সালাম, কুমিল্লা
তৃতীয়—জাকারিয়া আহমদ, বি, বাড়িয়া

শ্রেষ্ঠ মজলিস : নারায়ণগঞ্জ

খোদ্দাম : (খ)

প্রথম—আব্দুল মতিন, কুমিল্লা
দ্বিতীয়—মোঃ মাজহারুল হক, তেজগাঁ
তৃতীয়—গোলাম কাদের, বি. বারীয়া

বিষয় : ধীরগতী সাইকেল রেস :

খোদ্দাম (ক)

প্রথম—গোলাম কাদের, বি-বাড়িয়া
দ্বিতীয়—জাহিদ রফিকু ইসলাম, খুলনা

বিষয় : নযম পাঠ—আতফাল

প্রথম—এস এম, বরকত উল্যা ঘাটুরা
দিতীয়—জসীম উদ্দিন, ঢাকা
তৃতীয়—আবদুল ওয়াহেদ, করাচী

বিষয় : ঐ আতফাল (খ)

প্রথম—আবদুস সালাম, কুমিল্লা
,, নাসিরুল হক, ঐ
দ্বিতীয়—শওকত আহমদ, চট্টগ্রাম
তৃতীয়—রফিকুল ইসলাম, তেজগাঁ

বিষয় : বুদ্ধিমাত্তার পরিচয় আতফাল (ক)

প্রথম—আমিরুল আলম বি, বাড়িয়া,
দ্বিতীয়—নুর আহমদ, ঐ
তৃতীয়—তানভিরুল হক, কুমিল্লা

বিষয়—ঐ আতফাল (খ)

প্রথম—শাহাদত আহমদ, চট্টগ্রাম
দ্বিতীয়—শওকত আহমদ খান, ঐ
তৃতীয়—জুবাইর আহমদ, বি, বাড়িয়া,

পূর্ণ চাঁদা আদায়কারী :

১) নারায়ণগঞ্জ ২) বি, বাড়িয়া, ৩) চট্টগ্রাম ৪) সুন্দরবন।

বিশেষ এলান :

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক খাদেম এবং প্রত্যেক মজলিসের কর্মকর্তাদেক জানানো যাইতেছে যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর লেখা পুস্তকাদি পাঠের সুবিধার জন্য আমাদের প্রত্যেককে ভালভাবে উর্দু জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে প্রত্যেক মজলিসকে সাপ্তাহিক ক্লাশ অথবা অনুরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

৩। কুরআন ক্লাশ

واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض - قالوا انما نحن مصلحون -

(সুরা বাকারা, আয়াত : ১২)

(ওয়া এযা কিলা লাহুম লা-তুফসেদু ফিল আরজ, কালু ইন্নামা নাহনু মুসলেহুন)

বঙ্গানুবাদ : এবং যখন তাহাদিগকে (মোনাফেকদিগকে) বলা হয় পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিও না, তখন তাহারা বলে : 'আমরা তো শুধু ইসলাহকারী মাত্র।

শব্দার্থ : এযা—যখন, কিলা—বলা হয়, লাহুম—তাহাদিগকে, লা-তুফসেদু—ফাসাদ (বিশৃংখলা) সৃষ্টি করিও না, কালু—তাহারা বলে, ইন্নামা নিশ্চয়ই, নাহনু—আমরা, মুসলেহুন—ইসলাহকারী অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।

৪। হাদীসের ক্লাশ

ما قل و كفى خير مما كثر و الهى (মা কাল্লা ওয়া কাফা খায়রুম মিম্মা কাছুরা ওয়া আল্‌হা)

অর্থ : সামান্য জিনিষ যাহা কাহারও প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট, তাহা সেই প্রাচুর্য অপেক্ষা উত্তম যে প্রাচুর্য খোদাতায়ালা হইতে মানুষকে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়।

৫। দোয়া

رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا

(রাব্বের হাম্‌হুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগীরা) অর্থ :— "হে আমার রব, তাঁহাদের (আমার পিতামাতার) উপর রহমত বা অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যেভাবে তাঁহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়য়াছেন যখন আমি শিশু ছিলাম।" পিতামাতার জন্য এই দোওয়া পড়া প্রয়োজন।

বিঃ দ্রঃ—প্রত্যেক খাদেম, তিফল ও লাজনার সদস্যকে উপরোক্ত শিক্ষনীয় বিষয়গুলি ভালভাবে শিক্ষা করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

সংবাদ : ইজতেমা

ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা ইনশাল্লাহ্ আগামী ~~২৯শে~~ ২৭শে জানুয়ারী (১৯৭৮) তারিখ রোজ রবিবার অষ্ঠিনুত হবে। উক্ত ইজতেমায় ঢাকা মজলিসের সকলখোদ্দাম ও আতফালদেরকে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এব্যাপারে অভিভাবক মহোদয় গনের নিকটও অনুরোধ তাঁরা যেন তাদের পরিবারের খোদ্দাম ও আতফালকে ইজতেমার অংশ গ্রহণে ও উপস্থিতিতে উৎসাহিত করেন।

খোৎবার অবশিষ্টাংশ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ইসলামের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, খোদাতায়ালার সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম বিরোধী কোন শিক্ষা ইহাতে নাই। সাধারণ প্রাকৃতিক বিধি এবং মানব প্রকৃতির মধ্যে, তথা মানুষের মধ্যে আল্লাহতায়ালার দেওয়া স্বভাবজ শক্তি ও ক্ষমতাগুলির মধ্যে পারস্পারিক কোন বিরোধ নাই। প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন এবং মানব স্বভাব এতদউভয়ের মধ্যে ইসলাম পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ইহার জন্য এই বুনিয়াদ কায়েম করিয়াছে যে, আল্লাহতায়ালা ইসলামে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে তিনি মানব প্রাকৃতিতে সেই যাবতীয় শক্তি রাখিয়াছেন, যাহা তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্য জরুরী ছিল। 'পুর্ণ বিকাশ' ইসলামে দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক, মানব জাতি হিসাবে বিকাশ। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা যেন খোদাতায়ালার কুর্‌ব বা নৈকট্য লাভ করে এবং তাঁহার জান্নাত সমুহে প্রবিষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি হিসাবে বিকাশ। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতার পরিধি অন্যেরটি হইতে পৃথক ধরণের। মোটকথা, ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের বিকাশ এবং মানবজাতির বিকাশ সাধন করিয়াছে তথা ইসলাম মানব প্রকৃতির বিকাশ সাধিত করিয়াছে, এবং সেই পূর্ণ বিকাশের পরেই আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পূর্ণতম আদর্শ ও উসওয়া হিসাবে পেশ করিয়াছেন।

ইসলামী শিক্ষার সপ্তম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্যে এমন কোন শিক্ষা নাই যাহা পালন করা সম্ভবপর নয় বা উহার প্রতিপালনে ক্ষতি ও বিপদের আশঙ্কা হইতে পারে। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে যাইয়া নামায আদায়ের জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মানব জীবনে এমনও অসুখ-বিসুখের অবস্থা আসে যখন সে মসজিদে গিয়া নামায আদায় করিতে পারে না। এমতাবস্থায় ইসলাম ইহা বলে নাই যে, অসুস্থ হউক বা সুস্থ হউক সর্বাবস্থাতেই মসজিদে যাইয়া নামায পড়িতে হইবে। বরং বলিয়াছে যে, যদি অসুস্থ থাক, তাহা হইলে নিজের ঘরে নামায পড়িয়া লও পুনঃ আমাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে যে নামায এই এই পদ্ধতিতে আদায় করিবে। উহাতে যেমন কেয়াম, রুকু, সেজদা ও ক'াদা আছে, অর্থাৎ নামাযে উঠা বসার এক বাহ্যিক রূপ ও পদ্ধতি আছে। কিন্তু ইসলাম বলে নাই যে, প্রত্যেক অবস্থাতেই তোমরা তদ্রূপ করিবে, অন্যথায় গোণাহগার হইয়া যাইবে বরং যদি কেহ এমন অসুস্থ হয় যে সে ঘরেও দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিতে অক্ষম, এবং সেইরূপে রুকু করিতে পারে না যেইরূপে আমরা মসজিদে নামায

আদায়ের সময় করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, 'তুমি বসিয়া নামায পড়িয়া লও।' তাহাতে কেয়াম ও রুকুর রূপ বা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। يسر لله ا دين ١—আল্লাহ্‌তায়ালা দ্বীনে-ইসলামে এমন কোন কিছু বাধ্যকর করেন নাই এবং কোন জবরদস্তি-মূলক শিক্ষা দান করেন নাই, যাহা মানুষের জন্য মানব (সমষ্টি) হিসাবে পালন করা সম্ভব নয়; কিম্বা কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য কোন কোন অবস্থায় পালন করা সম্ভব না হইলে সেই ক্ষেত্রে উহার জন্য কোন বিকল্প বৈধ ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা হয় নাই। পুনঃ এক তো অবস্থা এই যে, কিছু করা সম্ভবই হয় না। আর এক অবস্থা এই যে, করিলে ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কা থাকে। যেমন, এক ব্যক্তি অসুস্থ আছে. ডাক্তার তাহাকে বলিয়াছে যে, এই সকল ঔষধ ব্যবহার করা তোমার জন্য জরুরী। ইহাই তাহার জন্য চিকিৎসাগত ব্যবস্থা বা পরামর্শ, এবং ডাক্তার বলে যে, তুমি যখন এ সব ঔষধ ব্যবহার করিবে তখন তোমার দীর্ঘ সময় উপবাস থাকা তোমার জন্য শারীরিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হইবে। অনেক সময় ঐরূপ অবস্থায় মৃত্যুও ঘটিয়া যায়। সুতরাং ইসলাম ইহা বলে নাই যে, রমযান আসিলে উক্ত অবস্থাতেও রোজা রাখ। বরং অনুমতি দিয়াছে, যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে তোমার জন্য সুবিধার পথ খোলা আছে।

এখন আমি সংক্ষেপে দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া বলিতেছি। কেননা আমার আজিকার খোৎবা একটি সুদীর্ঘ বিষয়ের ভূমিকা স্বরূপ। ইহার পর আমি ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য লইয়া, ইনশাআল্লাহতায়ালা বিস্তারিত আলোচনা করিব। মোটকথা, ইসলামে এমন কোন শিক্ষা নাই, যাহা পালন করা সম্ভব নয়, অথবা উহার পালনে ক্ষতি বা বিপদাবলীর আশঙ্কা হইতে পারে। ইহা ইসলামেরই বিশেষত্ব।

ইসলামী শিক্ষার অষ্টম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলামী তালীম ও হেদায়েত হইতে এরূপ কোন শিক্ষা বাদ পড়ে নাই বা ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই, যাহা প্রত্যেক প্রকারের খারাপির প্রতিরোধের জন্য জরুরী ছিল। অর্থাৎ এমন কোন বিষয় যাহার আদেশ না দিলে মানব সমাজে—ব্যক্তিগত জীবনেই হউক বা গৃহ-জীবনে অথবা পারিবারিক জীবনে খারাপি ও অশান্তি সৃষ্টি হইতে পরিত কিম্বা তাহার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বা দেশে অথবা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে খারাপি ঘটিতে পারিত। এমন কোন শিক্ষাই ইসলামের বাহিরে থাকিয়া যায় নাই যাহা প্রত্যেক প্রকারের ত্রুটি, বিচ্যুতি ও দুঃখ দুর্দশা প্রতিরোধের জন্য আবশ্যকীয় ছিল। এমন কোন শিক্ষাই ইসলামী অনুশাসনের বহির্ভূত হইতে পারে নাই, যাহার অভাবে কোনও ছোট ও বড় রকমের খারাপির সৃষ্টি হইতে পারিত।

বরং প্রত্যেক প্রকারের অনিষ্ট ও অশান্তি প্রতিরোধ ও দূরিকরণের জন্য সার্বিক ও পূর্ণ শিক্ষা ইসলামে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইসলামী শিক্ষার এই হইল অষ্টম বৈশিষ্ট্য।

ইহার নবম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলাম এরূপ আহকাম (বিধিবিধান) শিক্ষা দেয়, যাহা খোদাতায়ালাকে সর্বমহান কল্যাণকারী হিসাবে সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার সহিত মানুষের মহব্বত ও প্রেমের সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করে, এবং এইভাবে ইসলাম মানুষকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে লইয়া যায়। এইভাবে ইসলাম মানুষকে গাফলত ও অচেতনা হইতে তুলিয়া সচেতনতা ও বাস্তবতার দিকে আকৃষ্ট করে। ঐ সকল শিক্ষা, যাহা খোদাতায়ালার প্রেম মানবহৃদয়ে সৃষ্টি করিতে পারিত সৎসমূদয়ই কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে এবং এতদ্বারা ইসলামী শিক্ষা মানুষের জন্য ইহা সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে যে, সে যেন তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা 'রব্বে-করীমের' সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করে।

মহব্বত দুই প্রকারে সৃষ্টি হয়—সৌন্দর্যের দ্বারা, অথবা কল্যাণের দ্বারা। খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কেহই কামিল ও সর্বসুন্দর নহে, অথবা তাঁহার পরে মানবজাতির মধ্যে একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাঙ্গীন সুন্দর দৃষ্টান্ত ও নমুনা আমাদের জন্য কামেল ও পূর্ণাঙ্গ। সৌন্দর্য যে আকারেই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যেমন গোলাপফুল যখন সামনে আসে তখন মানুষের মনে উহার প্রতি এক আকর্ষনের সৃষ্টি হয়, উহা এক আশক্তি ও মহব্বত সৃষ্টি করে। অথবা এহ্সান অর্থাৎ কল্যাণ ও কৃপা মানবহৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক করে। আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কুরআন করীম এতই বিস্তারিত ও সুন্দরভাবে খোদাতায়ালার 'হুস্ন' বা সৌন্দর্য এবং তাঁহার এহ্সান বা কল্যাণ ও কৃপা বর্ণনা করিয়াছে যে এই শিক্ষা জানিয়া ও বুঝিয়া লইবার পর কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহা আর সম্ভবপর থাকে না যে সে তাহার সৃষ্টিকর্তা 'রাব্বে-করীমের' সহিত সাক্ষাৎ মহব্বতের সম্পর্ক কায়েম করিতে অবহেলা করে।

ইসলামের বৈশিষ্ট্যমালার তৃতীয় অংশ, যাহা উহার পেশকৃত শিক্ষার দিক দিয়া প্রথম অংশ. আল্লাহ্তায়ালার স্বত্তা ও গুণাবলীর সহিত সম্পর্কিত, অর্থাৎ খোদাতায়ালার জিন্দা বিদ্যমান হওয়া এবং তাঁহার কুদরত ও মহিমা সুলভ কর্তৃত্ব ও স্পর্শ সমূহ আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার বিষয়ে কুরআন করীমের পেশাকৃত ইসলামের শিক্ষার সহিত সম্পর্কে রাখে। ইসলামের ইহা এক জ্বলন্ত বৈশিষ্ট্য যে ইসলামের খোদা কোন কাল্পনিক খোদা নয়। যেমন কতক যুক্তি-তর্ক শুনিয়া কোন ব্যক্তি ঈমান আনিল যে কোন খোদা আছেন। এইরূপ খোদা ইসলামের খোদা নয়। ইসলামের খোদা কল্পনা

প্রসূত খোদা নয়, যাহা নিছক কেস্‌সা-কাহিনীকে নির্ভর করিয়া মানা হয়। এমনও নয় যে, শুধু যুক্তিগত দলীল-প্রমাণ অথবা শুধু প্রাচীন বা বিগত কালের গল্প-গুজবের আবৃত্তি করা হয় যে অমুক সময় এই ঘটিয়াছিল এবং অমুক সময় খোদাতায়ালা তাঁহার মাহাত্ম্যের ও জীবনের অমুক জালওয়া দেখাইয়াছিলেন কিন্তু আজ তাহার নিজের জীবন শুন্য ও নিরব। সুতরাং ইসলামের খোদা কাল্পনিক খোদা নহেন এবং তাঁহার কোন কেস্‌সা-কাহিনীর সাহায্যেরও প্রয়োজন নাই।

প্রথম কথা এই ছিল যে, আমাদের খোদা কল্পনাপ্রসূত খোদা নহেন; দ্বিতীয় কথা এই যে ইসলামের খোদা এক জিন্দা ও জীবন্ত খোদা। আমরা তাঁহাকে কেবল প্রচলিত ধারায় অন্ধ ও অতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করিনা, বরং এইজন্য গ্রহণ করি যে, এই জিন্দা খোদার জিন্দা কুদরত সমুহ আমাদের জীবনে স্বীয় জ্যোতির্বিকাশ দেখাইয়া থাকে এবং তাঁহার জীবন্ত শক্তি সমুহ আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় সমুহের দ্বারা অনুভব করি। আমরা আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাও অনুভব করি এবং আমাদের রুহানী ইন্দ্রিয় সমুহের দ্বারাও প্রত্যক্ষ করি। আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে যে বিভিন্ন শক্তি ও ইন্দ্রিয় দান করিয়াছেন সেগুলির মাধ্যমে খোদাতায়ালা স্বয়ং আমাদিগকে তাঁহার অস্তিত্বের অনুভূতি ও উপলব্ধি দান করেন। এই হইলেন ইসলামের খোদা—এক জিন্দা খোদা; জীবন্ত শক্তি সম্পন্ন খোদা; যাঁহার জিন্দেগীর লক্ষণাবলী আমাদের জীবনে সুপ্রকাশিত।

আমি পুর্বেও একবার বলিয়াছিলাম। মানুষ কোন কোন সময় বালকসুলভ কথা বলিয়া ফেলে—খোদাতায়ালার নিকট আহ্লাদ ও প্রীতির ধারায় কোন কোন জিনিস যাচঞা করে। তারপর খোদাতায়ালাও তাহাকে উহা দান করেন। একদিন আমি আল্লাহতায়ালার নিকট এই দোওয়া করিলাম যে, 'হে আল্লাহ, তুমি দেহের পার্থিব উপভোগ ও প্রসাদনের জন্য অনেক কিছুই সৃষ্টি করিয়াছ। মানুষ যখন ভাল খাদ্য গ্রহণ করে, তখন সে এক আস্বাদ অনুভব করে। উত্তম কোন দৃশ্য দর্শনে আর এক আস্বাদ অনুভব করে। এমনি ধারায় অগণিত বস্তু আছে। আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তোমার সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন অনুযায়ী যে জিনিষগুলি মানুষের ভাল লাগে, যাহা তাহার দেহ ও মনে আনন্দ দান করে, হে খোদা, তুমি সেই সকল জিনিস ব্যতিরেকে আমাকে আনন্দ ও আস্বাদ দান কর।" অতঃপর কয়েক মিনিটও অতিবাহিত হয় নাই, আমার সারা দেহ আপাদমস্তক এক বিশেষ প্রকারের আস্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল, এবং প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত সেই একই অবস্থা স্থায়ী থাকে। ইহা শ্যতঃ একটিদৃ

ক্ষুদ্র বিষয় মনে হয় কিন্তু আসলে এক মহান বিষয়। সুতরাং আমাদের খোদার কাছে কোন কিছুই অসম্ভ নয়। তিনি জিন্দা খোদা, জীবন্ত শক্তি সম্পন্ন খোদা, তাঁহার জীবনের লক্ষণাবলী আমরা আমাদের অস্তিত্বে প্রত্যক্ষ করি।

জিন্দা খোদার জিন্দা কুদরত সমূহ যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি তখন আমরা তাঁহার দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইতে থাকি। খোদাতায়ালা তো 'গনী ও সামাদ'—তাঁহার তো কোন কিছুর অভাব নাই, তিনি কোনকিছুর বা কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন—না কোন মানুষের, না সমষ্টিগতভাবে সকল মানুষের, আর না সামগ্রিকভাবে সমস্ত বিশ্ব ভ্রমাণ্ডের তাঁহার কোন প্রয়োজন। তাঁহার তো কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাদের তাঁহার প্রয়োজন আছে। আমাদের প্রতিমহূর্ত ও সর্বদা সেই 'হাই' (চিরঞ্জীব) ও 'কাইয়ুম' (স্বাধিষ্ঠ ও সংরক্ষণকারী) খোদাতায়ালার জীবন্ত ও প্রীতপূর্ণ জ্যোতির্বিকাশ সমূহের প্রয়োজন রহিয়াছে। সেইজন্যই আমি খোৎবার শুরুতে যে আয়াত পাঠ করিয়াছিলাম উহাতে বলিয়াছিলাম যে, وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ সুতরাং আমরা যেন দোওয়ার দ্বারা খোদাতায়ালার প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহার জিন্দা কুদরতের জ্যোতির্বিকাশসমূহ আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করার জন্য যত্নবান হই ; ইহার জন্য সাধনা ও প্রচেষ্টা করি ; আত্মোত্যাগ ও কুরবানী সমূহ পেশ করি, তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করি ; তাঁহার প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করি। খোদা করুন, আমরা সকলই যেন আমাদের জীবন্ত খোদার সহিত জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনকারী হই।

পরিশেষে হুজুর বলেন, আমি বলিয়াছি যে, ইহাকে একটি সুদীর্ঘ বিষয়-বস্তুর রূপ-রেখা অথবা শিরনামা স্বরূপ মনে করিবেন, যাহার বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা খোদাতায়লার দেওয়া শক্তি ও সামর্থ্যে, ইনশায়াল্লাহ্ আমি ভবিষ্যতে বর্ণনা করিব।

(আল-ফজল, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং) অনুবাদ : —আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

---

০ মোহাম্মাদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মাদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দ্বীপ্তি।
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ।।
['ফারসী দুররে সমীন' —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)]

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহান ল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুম তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভূ ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের
ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুর্‌আন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A H. Muhammad Ali Anwar